Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

The Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 4, ISSUE 4 NOV-DEC, 2010

একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ তাঁর কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন যেঃ মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার [সুরা হুজুরাত(৪৯) আয়াত ১০] অপরদিকে রাসুলাল্লাহর (সাঃ) হাদীস পড়লে দেখতে পাই সেখানে মু'মিন মুসলিমগণ পরস্পর ভাই হিসেবে একের প্রতি অপরের দায়িত্ব কর্তব্য কি তার বিশদ বর্ণনা। ইমাম নব্বীর বিখ্যাত হাদীস সংকলন "রিয়াদুস সালেহীন" গ্রন্থের ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮ এবং ২৩৯ নাম্বার হাদীসগুলোতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো থেকে আমরা আমাদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি এবং তদনুসারে জীবন যাপন করতে পারি এবং আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারি।

--- বাকি অংশ ২য়

আখিরাতের রোড ম্যাপ

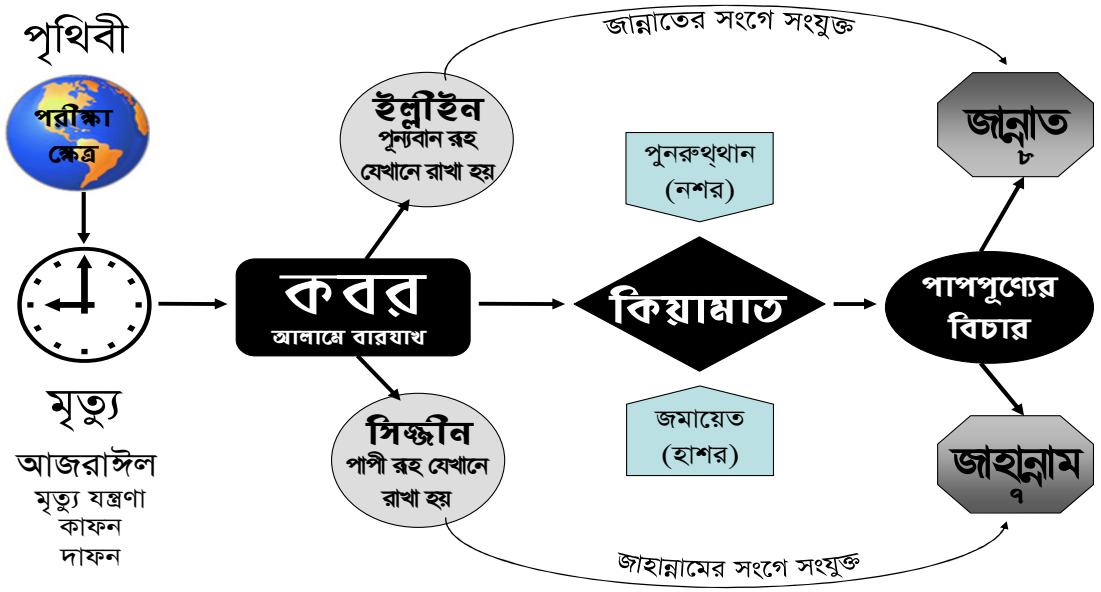

From the Qur'an:

📖 "মৃত্যু সে তো তোমরা যেখানেই থাকবে সকল অবস্থায় তা তোমাদের ধরবে, তোমরা যত মজবুত দালানের মধ্যেই থাকনা কেন" **[সূরা আন নিসা ঃ ৭৮]**

From the Hadith:

📖 "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক হচ্ছে তারা যাদের চরিত্র তোমাদের সকলের অপেক্ষা উত্তম" **[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]**

ভেতরের পাতায়

কুরআনের কান্না.....	2	গান, নাটক .....কালচারের নামে নানা রকম শিরক..	5
টরন্টোর কিছু পরিবারের ধারণা	2	কিছু প্রশ্ন ও উত্তর	6
ইসলামী "আকীদা"	3	নেতৃত্বের প্রতি লোভ এবং আমাদের সর্বনিম্ন মান...	7
মাজার ও মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক.....	4	আপনি কি আপনার সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত?.....	8

--- ১ম পাতার পর

রাসুলাল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ একজন মুসলিম অপর একজন মুসলিমের ভাই। তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) এক ভাই অপর ভাইয়ের কোন ক্ষতি করবে না,
(২) তার সংগে শত্রুতা করবে না, তাকে পরিত্যাগ করবে না,
(৩) তার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না,
(৪) তার সংগে মিথ্যা বলবে না,
(৫) তাকে লজ্জিত, অপদস্থ অথবা অপমানিত করবে না,
(৬) তার প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করবে না,
(৭) যে তার ভাইয়ের দোষত্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ হাশরের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন,
(৮) যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে হাশরের দিনে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন,
(৯) যে তার ভাইয়ের বিপদাপদে সাহায্য করবে হাশরের দিনে আল্লাহ তার বিপদাপদ দূর করবেন,
(১০) একজন মুসলিমের মান-ইজ্জত, ধনসম্পদ, রক্ত ইত্যাদি যাবতীয় কিছু অন্য একজন মুসলিমের জন্যে হারাম (অলংঘনীয়, পবিত্র, sacrosanct, inviolable) এবং তাকওয়া হচ্ছে এইখানে (এই কথাগুলো বলার সময় রাসুলাল্লাহ (সাঃ) নিজের বুকের দিকে হাতের আংগুল দিয়ে তিনবার ইশারা করলেন।)
(১১) একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের আরো কর্তব্য রয়েছে, যথা -
(ক) তাকে সালাম দেয়া ও তার সালামের জবাব দেয়া,
(খ) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া,
(গ) মৃত্যুর পর তার জানাজার সংগে যাওয়া এবং জানাজার নামাজ পড়া,
(ঘ) সে দাওয়াত দিলে তা কবুল করা,
(ঙ) সে হাঁচি দিয়ে যখন "আলহামদুলিল্লাহ" বলে তখন তার জবাবে "ইয়ারহামুক আল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলা,
(চ) সে কোন পরামর্শ চাইলে তাকে সৎপরামর্শ দেয়া,
(ছ) প্রতিজ্ঞা পালন করা।

কুরআনের কান্না

আমাকে উঠিয়ে রাখছে মানুষ বুকশেল্‌ফের মাথায়,
আমাকে ইজ্জত দেখানো হচ্ছে চোখে ও মাথায় ঠেকিয়ে,
আমাকে মাদুলিতে ভরে তাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখছে কেউ কেউ,
আমাকে ধুয়ে সেই পানি দিয়ে রোগ-ব্যথা দূর করার চিকিৎসাও চলছে ঘরে ঘরে।

সিল্‌কের, রূপার, সোনার অথবা রঙ্গীন কাপড়ের গিলাফে আবদ্ধ আমি,
তাতে ঢেলে দেয়া হচ্ছে দামী সুগন্ধি (পারফিউম),
অর্থ না বোঝে আমার আয়াত তোতা পাখির মত ঠোঁটে আউড়ানো হচ্ছে,
শ্রেফ সব আনুষ্ঠানিকতা সে-সব আজ, নেই হৃদয়ের ছোঁয়া, নেই আন্তরিকতা,
আমার আয়াতের মাঝে হেদায়াত খোঁজেনা আজকাল আর কেউ,
মুর্দাকে ঘিরে ঘরে ঘরে কুরআন পাঠের রেওয়াজের বড়ই কদর এখন।

আমি এখন ipods,video games এর সস্তা gift item মুসলিম সমাজে,
ঘরের দেয়ালে দেয়ালে এবং কবরের গায়ে আমার আয়াতের অবস্থান আজ,
আমাকে পড়ে কেউ আর আল্লাহকে ভালোবাসেনা, আজাবের ভয়ে কাঁদেনা,
মুসলিমদের চোখ থেকে সেই ভালোবাসা ও কান্না বিদায় নিয়েছে।

"কুরআনের নির্দেশ মানো" যে বলে সেতো পশ্চাদমুখী, পাগল;
আমার আয়াত দিয়ে তাবিজ-কবচ-দুআ' রূপে দুনিয়ার ফায়দা লুটা হচ্ছে আজ।
কুরআনের বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বৃদ্ধেরা পেতে চান কিছুটা গুরুত্ব,
যুবক-যুবতীরা সব লজ্জার ভয়ে আমাকে করেছে ত্যাগ।
কোন পার্টি অথবা বার্থডে, কোন অনুষ্ঠান (ঘরে অথবা বাইরে)
হেন স্থান নেই যেখানে কুরআন তেলাওয়াতের আনুষ্ঠানিকতা নেই।
অথচ আমাকে বোঝার মত বন্ধুর বড় অভাব, আমি একা;
কার কাছে গিয়ে কাঁদবো? কে অনুভব করবে আমার মনোবেদনা?

Cries of Qur'an Karim এর বাংলা অনুবাদ।
এর গান সহ ভিডিও দেখার জন্য Cries of Qur'an Karim লিখে you tube এ search দিন।

টরন্টোর কিছু মুসলিম পরিবারের ধারণা

--- সাইদুল হোসেন

টরন্টো শহরের কিছু মুসলিম পরিবারের সংগে নানা বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে জানতে পারলাম ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাদের অভিমত। কারো কারো মতে গরু- ছাগল- ভেড়া- হাঁস-মুরগি- কবুতর তো হালাল প্রাণী, সুতরাং যে কোন ষ্টোর থেকে মাংস কিনে খেতে কোন দোষ নেই, রান্না করে খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিলেই হলো।

অপর এক পরিবার নামাজ-রোজা করার পক্ষপাতী নয় কারণ তাদের ভাষায় ঃ আমরা তো সৎপথে আয় রোজগার করে খাচ্ছি, কাউকে ঠকাচ্ছি না, কারো প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার করছিনা, মদ-জুয়াতে পয়সা নষ্ট করছিনা, আমরা তো ক্রিমিনাল নই, কোন গুনাহের কাজ করছিনা। তাহলে নামাজ-রোজা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কি দরকার?

কারো কারো মতে বিয়ার হারাম নয়, ওটা খেতে কোন দোষ নেই কারণ এটা তো একটা অর্ডিনারী ড্রিংক মাত্র। পানির বদলে তারা ঘরেও বিয়ারই খেয়ে থাকেন। আবার এমন ধনী পরিবারও আছে যাদের বাড়িতে লোকজনকে কোন উপলক্ষে দাওয়াত দিলে সেই পার্টি দুই দিনে অনুষ্ঠিত হয়-একদিন এলকোহলিক পার্টি, অন্যদিন নন-এলকোহলিক পার্টি!

অপর এক উচ্চ শিক্ষিত বয়স্ক মুসলিমদের অভিমত হলো আমাদের মত "ইন্টেলিজেন্ট" লোকদের পক্ষে কুরআন-হাদীসের ঐসব গালগল্পে বিশ্বাস করাটা সাজেনা। একেবারেই সমীচীন নয়। অথচ সেই লোকেরই মুখে অনবরত হিন্দু ধর্মের গীতা অথবা মহাভারতের কাহিনীর গুণকীর্তন শোনা যায়।

ইসলামী “আকীদা

“আকীদা”, আরবী, একবচন। বহুবচন “আকাইদ”। মূল ধাতু “আক্‌দ”- বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস। ধাতুগত অর্থ হলো দু’টি বস্তুর মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করা, ধারণ করা, বাঁধন দৃঢ় করা, সম্পর্কযুক্ত করা। এই জন্যে বিয়ে এবং লেনদেনের সময় প্রণীত চুক্তিকে “আকদ” বলা হয়। যেহেতু কোন বিশ্বাসকে মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা হয় সেহেতু সেটাকে “আকীদা” বলা হয় অর্থাৎ বিশ্বাস যা অন্তরে বাঁধা আছে। “আকীদার” কিছু ব্যাখ্যাঃ

“আকীদা” শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হলোঃ বিশ্বাসকে মনে এমনভাবে ধারণ করা যাতে এর মাঝে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। “আকীদা হলো এমন একটি বিষয়বস্তু এতটা শক্ত ও দৃঢ়ভাবে মনেপ্রাণে মেনে নেয়া যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।” মানুষ যাকে অন্তর দিয়ে পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও প্রশান্তি সহকারে গ্রহণ করে এবং যার প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় বা অন্বেষা থাকে না, তাই “আকীদা”। সুতরাং সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস আকীদার অন্তর্ভূক্ত নয়। প্রকৃত আকীদা উহাই যাতে ইয়াকীন প্রবল। অন্য কথায় আকীদার জন্যে ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) অপরিহার্য্য। এজন্যে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ“ সত্যের মুকাবেলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই” (৫৩ঃ২৮) যেখানে সন্দেহ শেষ, সেখানেই আকীদা শুরু। সুতরাং আকীদা এমন এক বিশ্বাস যা সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে। “ আকীদা বলতে এমন বিষয় মনে আঁকড়িয়ে ধরা এবং জানা যে এটা অস্বীকার করা অপরাধ।” এই সংজ্ঞার মাধ্যমে বোঝা যায় যে ধর্মীয় আকীদায় একটা পবিত্রতা ও বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। সায়্যিদ সুলতান নদভীর মতে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম ও চলাফেরা তার চিন্তা ও কল্পনার ফল। আর যে কল্পনা পরিপক্ক, অনড় ও সন্দেহমুক্ত তাই আকীদা। মোটকথা আকীদা এমন ধারণা যাতে কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আকীদার সম্পর্ক অদৃশ্যের সাথে। যা দৃশ্যমান তাতে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। ইসলামী পরিভাষায় আকীদার অপর নাম ঈমান। ঈমান এনেছে অর্থ বিশ্বাস করেছে, এই বিশ্বাসে কোন সন্দেহ নেই।

আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, আকীদা হলো ইসলামের ভিত্তি ও মূল। আকীদা ব্যতীত ইসলামের কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের জন্য জীবনবিধান। তাই তাঁর জীবনবিধান মানতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আকীদা হলো আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কেননা আকীদা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। আল্লাহ বলেন ঃ কেউ ঈমান (ইসলাম) প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভূক্ত হবে। (৩ ঃ ৮৫) তৃতীয়ত, আখিরাতে নাজাত লাভের জন্যে আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আমরা তাই বুঝতে পারি। চতুর্থত, যুগে যুগে নবী-রাসুলগণের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল আকীদা। প্রত্যেক নবী প্রথমে আকীদার দাওয়াত দিতেন। মহানবী (সাঃ) এজন্যেই মক্কায় সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধনের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। মুসলিম মাত্রই ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসুলে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে সে মুসলিম এবং যে এর ব্যতিক্রম করে সে ইসলামের দৃষ্টিতে কাফির বা অবিশ্বাসী। আর মুখে যে ব্যক্তি ইসলামের কথা ঘোষণা করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করেনা, সেই ব্যক্তি হলো মুনাফিক। মুনাফিক কাফির হতেও নিকৃষ্টতর ও মারাত্মক। এই জন্যে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (৪ঃ১৪৫)।

মানবজীবনে আকীদার প্রভাব ঃ আকীদা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আকীদা ছাড়া মানব জীবন কল্পনা করা যায় না। মানুষ আমৃত্যু কোন না কোন ভাবে কোন নির্দিষ্ট আকীদা বা বিশ্বাস লালন করে থাকে। তাছাড়া আকীদা ব্যতীত জীবন বিধানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আকীদা মানুষের জীবনে অন্তরের পবিত্রতা ও চিন্তাধারার স্বচ্ছতা বিধান করে। সে সব সময়েই মনে করে যে এই দুনিয়াই তার জীবনের শেষ নয়। তার সামনে স্থায়ী জীবন তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ফলে জীবনে চলার পথে সে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করেনা। আকীদা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং জীবনযুদ্ধে তাকে আশাবাদী করে তোলে। কল্যাণকর কাজে সে অগ্রগামী হয়। ইসলামী আকীদা মানুষকে ইসলামের ব্যাপারে আপোষহীন করে তোলে। ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে মানবজাতির ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ইসলামী আকীদার উৎস ঃ ইসলামী আকীদার একমাত্র উৎস হলো আল- কুরআনুল করীম ও সহীহ হাদীসসমূহ। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকীদার মূল বিষয় ছয়টি ঃ ১) আল্লাহতায়ালার প্রতি ঈমান ২) ফেরেশতাগণে ঈমান ৩) আসমানী কিতাবসমূহে ঈমান ৪) নবী-রাসুলগণের উপর ঈমান ৫) আখিরাতে ঈমান ৬) তাকদীরের ভাল-মন্দে ঈমান। মানুষের আকীদা নষ্টকারী বিভিন্ন বিষয় ঃ মানবজীবনে বিভিন্ন বিষয় আছে যা তার আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে। তন্মধ্যে-

(১) প্রচলিত আদত-অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা দুষ্কর;
(২) ভুল তথ্য পরিবেশনও আকীদা বিনষ্ট করতে পারে;
(৩) অসৎ সঙ্গের প্রভাবেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;
(৪) পূর্বপুরুষদের ইসলাম পরিপন্থী ধ্যানধারণা অনুসারে চললে;
(৫) কোন কোন মানুষ স্বভাবত সঠিক আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করতে অক্ষম;
(৬) কোন ব্যক্তির সাহচর্যে ও প্রভাবেও সঠিক আকীদা লোপ পেতে পারে;
(৭) সঠিক আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তির অসদাচরণেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;
(৮) ধারণা বা অনুমান নির্ভর আচরণেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;
(৯) চুলচেরা বিশ্লেষণ বা খুঁটিনাটি ভুলত্রুটি অনুসন্ধানে অধিক আগ্রহ আকীদা নষ্ট করতে পারে;
(১০) দীনের ব্যাপারে বেশী বেশী প্রশ্ন এবং তর্ক-বিতর্কেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;
(১১) আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তির ভুলের কারণেও তার অনুসারীদের আকীদা নষ্ট হতে পারে;
(১২) কোন কোন সময় ভুল কথা বারবার প্রচারিত হলে মানুষ তা পরিত্যাগ করে সঠিক আকীদা গ্রহণে অক্ষম হয়;
(১৩) মানুষের অন্তর নরম। তাই সে যখন শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে চলে তখন তার আকীদায় বিভ্রাট দেখা দিতে পারে;
(১৪) অর্থনৈতিক সংকটেও আকীদা নষ্ট হতে পারে।

--- ইসলামী বিশ্বকোষ - ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মাজার, মৃত লোক, পীর বা কোন ওলীর কাছে সন্তান, চাকুরী, প্রমোশন, ব্যবসা, উন্নতি, ভাগ্যের পরিবর্তন, বিপদ-আপদ ও রোগ-মুক্তি ইত্যাদি চাওয়া শিরক

যারাই কবরে প্রার্থনা করে তাদের বেশীর ভাগই এই ভ্রান্ত ধারণা বহন করে যে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তারা আল্লাহর এতই নিকটে যে তাদের আশেপাশে যে সব উপাসনার কাজ করা হয় সেগুলি আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হবার সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ যেহেতু এসব মৃত ব্যক্তিবিশেষরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তাদের আশেপাশের সব কিছুও নিশ্চয় আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তাদের কবরে সৌধ নির্মান এবং এমনকি যে জমির উপর ঐগুলি নির্মিত হয়েছে বা যে এলাকায় তাদের কবর সে জমি এবং এলাকায়ও নিশ্চয়ই আশীর্বাদ প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিশ্বাসের কারণে কবর-পূজারীরা প্রায়ই অতিরিক্ত আশীর্বাদ লাভের জন্য কবরের দেয়ালে হাত মুছে শরীরের উপর হাত বুলায়, বরকতের আশায় ঐ এলাকার নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে। তারা প্রায়ই কবরের আশেপাশের মাটি সংগ্রহ করে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে যে যাদের কবর দেয়া হয়েছে তাদের উপর আশীর্বাদ আরোপের কারণে ঐ মাটির আরোগ্য করার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সাহায্য বা ক্ষতি কোনো কিছু করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। এ জন্যে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়ার কথাই নানাভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই মাজার এবং মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ বলেনঃ

- "হে নবী ! মৃত ব্যক্তিকে তুমি কোন কথা (কোন আহ্বান) শুনাতে পারবে না।" (সূরা নামল ঃ ৮০)
- "হে নবী ! তোমার সাধ্য নেই যে তুমি মৃত ব্যক্তিকে কিছু শোনাবে।" (সূরা রুম ঃ ৫২)
- "জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে না, আল্লাহ যাকে চান শুনান হে নবী ! তুমি সেই লোকদেরকে শুনাতে পার না যারা কবরসমূহে দাফন হয়ে রয়েছে।" (সূরা ফাতির ঃ ২২)
- "মরা লাশ যারা জীবিত নয়, তারা এও জানে না যে কবে তাদেরকে উঠানো হবে।" (সূরা নাহল ঃ ২১)

যারা মরে গেছে– তাঁরা ওলী-ই হন, আর নবী-ই হন তাঁদের নিকট জীবিত লোকদের কোনোরূপ সাহায্য প্রার্থনা করা– বিদয়াতীদের ভাষায় যাকে বলা হয় ইস্তেমদাদে রূহানী– সুস্পষ্ট বিদআত এবং শিরক। মৃত ব্যক্তি যতো বড় ওলীই হোক তিনি অপরের জন্য তো কিছু করতেই পারেন না এমনকি নিজের জন্যও কিছুই করতে পারেন না। রাসূল (সাঃ) বলেছেন মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সোয়াব সে কেয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকে যা সে জীবিত অবস্থায় করে গেছে। (১) সদকায়ে জারিয়া (সে ভাল কাজের জন্য যা দান-সদাকা করে গেছে) (২) এমন জ্ঞান যা সে বিতরণ করেছে এবং (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।

সহীহ্ মুসলিম এর এই হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি যে, কোন ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন থেকে সে নিজের জন্য আর কিছুই করতে পারে না, অন্যের জন্য কিছু করা তো দূরের কথা। কোন মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আত্মা আর এই পৃথিবীতে থাকে না। ভাল আত্মাগুলো থাকে ইল্লীইনে (Which is connected to Jannah) এবং পাপী আত্মাগুলো থাকে সিজ্জীনে (Which is connected to Jahannam)। কেয়ামত পর্যন্ত ঐ আত্মাগুলো ঐ দুই জায়গায় থাকে। আর কবরের সময়টাকে বলা হয় "আলমে বারযাখ"। যাহোক, অনেকের ধারণা মৃত্যুর পর আত্মা এসে ঘোরাঘুরি করে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মৃতের আত্মা মৃত্যুর পর আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসে না। তাই এ ব্যাপারে খুব সাবধান ! ভাগ্য উন্নতির জন্য কোন মাজারে গিয়ে সূতা বাঁধা, গজার মাছকে খাওয়ানো, কচ্ছপকে খাওয়ানো, কুমিরকে খাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি শিরক।

বান্দার ভাল বা মন্দ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারে নাঃ প্রমাণ স্বরূপ দেখুন কুরআনের এই আয়াতগুলোঃ সূরা আল মায়েদা ৪১, আল-আ'রাফ ১৮৮, সূরা ইউনুস ৪৯, ১০৭, সূরা রা'দ ১৬, সূরা বনী ইসরাঈল ৫৬, সূরা আল-ফুরকান ৩, সূরা আল-ফাতহ ১১, সূরা আল মুমতাহেনাহ ৪, সূরা আল জ্বিন ২১।

রিজিক বাড়া বা কমা শুধু মাত্র আল্লাহর হাতেঃ প্রমাণ স্বরূপ দেখুন কুরআনের এই আয়াতগুলোঃ সূরা আল-বাকারা ঃ ২১২, সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮৮, সূরা হুদ ঃ ৬, সূরা রাদ ঃ ২৬, সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫৮, সূরা আল-আনকাবুত ঃ ১৭, ৬০, সূরা আর-রোম ঃ ৪০, সূরা ফাতের ঃ ৩, সূরা আল-মুমিনুন ঃ ১৩, সূরা আশ-শুরা ঃ ২৭, সূরা আয-যারিয়াত ঃ ৫৮, সূরা আত-ত্বালাক ঃ ৩, সূরা আল মুলক ঃ ২১।

সন্তান দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেঃ প্রমাণ স্বরূপ দেখুন কুরআনের এই আয়াতগুলোঃ সূরা আশ-শুরা ঃ ৪৯-৫০।

বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিক একমাত্র আল্লাহঃ প্রমাণ স্বরূপ দেখুন কুরআনের এই আয়াতগুলোঃ সূরা আল-বাকারা ১৮৬, সূরা আন-নামল ৬২, সূরা আঝ-ঝুমার ৩৮, ৪৯, সূরা ইউনুস ১২, সূরা আল-আম্বিয়া ৮৪, সূরা বনী ইসলাঈল ৫৬, সূরা আনয়াম ৪০-৪১, সূরা আল-আ'রাফ ২৯, সূরা ইউনুস ১০৬, সূরা রা'দ ১৪, সূরা আল-ফুরকান ৬৮, সূরা আল-মোমেন ১৪।

রোগ মুক্তি করার মালিক একমাত্র আল্লাহঃ প্রমাণ স্বরূপ দেখুন কুরআনের এই আয়াতগুলোঃ সূরা আশ-শুরা ঃ ৮০।

মঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) কে ঘিরে নানা রকম শিরক

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) ছিলেন ইসলামের একজন খাঁটি সৈনিক, দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন এই ভারত উপমহাদেশে। তার মৃত্যুর পর দুর্বল ঈমানের মানুষেরা তার কবরকে ঘিরে বানিয়েছে মারাত্মক শিরক ও বিদআতের আখড়া, আর এক শ্রেণীর অসৎ ব্যবসায়ীরা শুরু করেছে নানা রকম ব্যবসায়িক ধান্দা। 'খাজা বাবা' নাম দিয়ে তার নামে বিভিন্ন মহল্লায় মহল্লায় হয় চাঁদাবাজী ও ওরস, আর ওরসের নামে সারারাত হয় শিরক-বিদ'আতী গান ও কাউয়ালী (যেমনঃ "খাজা বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে"), সেই সাথে নানারকম ইসলাম বিরোধী কাজ। যাদের সন্তান হয় না তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সন্তান চায় আজমীর শরীফে কবরে শায়িত মৃত খাজাবাবার নিকট। (মনে রাখবেন, নিজের জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্য কাউকে বাবা ডাকা যাবে না, এটা আল্লাহ রাসুল (সাঃ) এর পালক সন্তানের পর থেকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে)। চাকুরী, প্রমোশন বা ব্যবসার জন্য বা নানা রকম অন্যায় কাজ করে মুক্তি লাভের জন্য আজমীর যায়, তারা সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করে। মনে রাখবেন যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। (সুরা নিসা ঃ ৪৮, ১১৬)

পরামর্শঃ আপনারা যারাই খাজা-বাবা এবং বড় পীর সাহেবের ভক্ত তাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা হযরত মঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) এবং আব্দুল কাদের জিলানীর (রঃ) এর authentic বিস্তারিত জীবনী সংগ্রহ করে পড়ুন, তবে বাজারে তাঁদের ঘিরে অনেক গাঁজাখুরী গল্পের বই পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে সাবধান। এবং তাঁদের জীবনী থেকে শিখুন যে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি সংগ্রাম করেছিলেন। আজকাল তাঁদের ভক্তরা তাঁদের ঘিরে যে ধরনের শিরকী কাজ-কর্ম করছে সেই ধরনের কোন কাজের নির্দেশ তারা তাদের জীবদ্দশায় বলে দিয়ে গেছেন কিনা। আপনি যদি আমাদের লিখা The Way is One বইটি কয়েকবার খুব মনোযোগ দিয়ে আন্তরিকতার সহিত পড়েন তাহলে শিরক সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাবেন। মহান আল্লাহ আমাদের এই শিরক থেকে মুক্ত করুন। আমীন।

আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) কে নিয়ে শিরক

পীরতন্ত্র আব্দুল কাদের জিলানীকে 'গওসুল আজম' বলে মানে। 'গওস' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, বিপদআপদ থেকে মুক্তকারী ও উদ্ধারকারী। সাকালায়িন মানে জিন ও ইনসান। গওসুস-সাকালায়িন মানে মানব ও দানবের আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, মানব ও দানবের বিপদহন্তা ও উদ্ধারকারী। একবার কি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন যে কি ধরনের শিরক আপনি আল্লাহর সাথে করছেন ?

যেখানে তাওহীদের মূল শিক্ষাই হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া উদ্ধারকর্তা, বিপদহন্তা ও আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী কেউ নেই, সেখানে একবার চিন্তা করুন, মানুষ কেমন করে এসব গুণের অধিকারী হতে পারে? কিন্তু পীরভক্তরা আল্লাহর এসব গুণে মানুষের অধিকার সাব্যস্ত করে ছেড়েছে। 'গওস' সম্পর্কে এই যে ধারণা, খৃষ্টানরা ঠিক ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করে থাকে, আর রাফেযীরা আলী সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে। কেউ কেউ আব্দুল কাদের জিলানীকে এতোই ভক্তি করে যে তারা 'বোগদাদী' নামাজ পড়ে থাকে অর্থাৎ তারা কাবা কে বাদ দিয়ে ইরাকের বাগদাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়ে (নাউজুবিল্লাহ)।

কোন মানুষ সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে কুরআন ও হাদীস মতে শিরক- এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহই হচ্ছেন অন্নদাতা, আল্লাহই হচ্ছেন বিপদমুক্তকারী, আল্লাহই হচ্ছেন আকুল ফরিয়াদ শ্রবণকারী, আল্লাহই হচ্ছেন সরাসরি সাহায্যকারী- এক কথায় আল্লাহই হচ্ছেন 'গওস'। নজিব, নকিব, আবদাল, কুতুব, আওতাদ ও 'গওস' প্রভৃতি কথা কুরআন ও হাদীসের কোন জায়গায় উল্লেখ নেই। অথচ দূর্ঘটনা ঘটলে কেউ কেউ আব্দুল কাদের জিলানীকে এই উপাধিতে ডেকে তাঁর সাহায্য এবং আত্মরক্ষা কামনা করে, যদিও আল্লাহ আগেই বলেছেনঃ *"আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেউ নাই।" (সূরা আল-আনআম ঃ ১৭)*

গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, সিনেমা এবং বাঙালী কালচারের নামে নানা রকম শিরক !

১. আপনি কি জানেন আপনার এবং আপনার সন্তানদের ব্রেইনে বাঙালি কালচার আর ফ্যাশনের নামে আল্লাহ-বিরোধী বিশ্বাস ঢুকছে? যেমন ধরুন, বৈশাখী মেলার নামে অনেক কাজ-কর্মই হয়ে থাকে যা সুস্পষ্ট শিরক।

২. আপনি কি কখনো গভীরভাবে খেয়াল করেছেন যে আপনি এবং আপনার সন্তানেরা কি ধরণের বই বা গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ছেন? এবং এই ধরনের গল্প-উপন্যাস বা কবিতার মাধ্যমে স্লো-পয়জনে আপনারা নানা রকম শিরকে আক্রান্ত হচ্ছেন?

৩. আপনি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন যে আপনি এবং আপনার সন্তানেরা সাধারণত কি ধরণের গান শুনে থাকেন? মনে রাখবেন রবীন্দ্র সঙ্গীত বলেন, আর পল্লিগীতি বলেন, আর মারফতি বলেন, আর দেশাত্মবোধক বলেন, আর লালনগীতি বলেন, আর ব্যান্ড সঙ্গীত বলেন এই ধরনের গানের অনেক কথাতেই রয়েছে শিরক! মনে রাখবেন শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না।

৪. আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন যে আপনি এবং আপনার পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত কি ধরনের নাটক-সিনেমা (অখাদ্য-কুখাদ্য) দেখছেন? এই ধরনের নাটক-সিনেমা, হিন্দি সিরিয়াল, হিন্দি মুভি আপনাদেরকে সঠিক কুরআনের পথ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

৫. আপনি কি জানেন আজকালকার রক সংঙ্গিত (ইংলিশ গানের) অনেক গায়করাই রীতিমতো ইবলিশ শয়তানের পূজা করে থাকে? এবং তাদের গানের কথাগুলো হচ্ছে ঐ শয়তানের ইবাদত? আপনি কি একটিবার চিন্তা করে দেখেছেন যে আপনার সন্তানেরা কি ধরনের ইংলিশ গান শুনছে? তাদের কানের মধ্যে যে সারাক্ষণ আইপডের হেডফোন লাগানো থাকে তাতে তারা কি শুনছে আর কি অর্জন করছে?

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০১০ টরন্টো ইসলামিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল খৃষ্টমাস সংক্রান্ত একটি সেমিনার। উক্ত সেমিনারে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্টিভ রকওয়েল, (ফরমার খৃষ্টিয়ান প্রিষ্ট) এবং বর্তমানে ডাউনটাউন মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম। এছাড়াও ছিলেন শেখ আফ্ফান মুহাম্মাদ, মদিনা ইউনিভারসিটি। সেমিনারের শেষ পর্বে ছিল কুরআন-হাদীসের আলোকে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর। নিম্নে আমাদের শিক্ষাস্বরূপ কিছু মুল্যবান প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো।

প্রশ্নঃ কেউ যদি আমাকে বলে "মেরী খৃষ্টমাস", উত্তরে আমি সৌজন্যমূলক কি বলব?

উত্তরঃ আপনি উত্তরে অবশ্যই "মেরী খৃষ্টমাস" বা "সেইম টু ইউ" বলতে পারবেন না। কারণ আপনি যদি এটা বলেন তাহলে আপনি তার সাথে একমত প্রকাশ করছেন এবং তাদের সাথে সাথে আপনিও শিরক করে ফেলছেন। আপনি হয়তো উত্তরে "হ্যাপি হলি ডে" বলতে পারেন।

প্রশ্নঃ কেউ যদি আমাকে খৃষ্টমাসের গিফ্‌ট দিয়ে থাকে তাহলে কি আমি তা গ্রহণ করতে পারি?

উত্তরঃ খৃষ্টমাসের কোন প্রকার গিফ্‌ট আপনি অবশ্যই নিতে পারবেন না সেটা ক্যান্ডি হোক বা বাচ্চাদের খেলনা হোক বা ক্যাশ হোক। আপনি যদি নিজের জন্য এটা গ্রহণ করে থাকেন তাহলে এখানেও আপনি আল্লাহর সাথে শিরক করে ফেললেন। তবে আপনাকে একটা সুন্দর উপায় বের করে নিতে হবে যে আপনি কিভাবে এই গিফ্‌ট পরিহার করতে পারেন।

প্রশ্নঃ হ্যালোইনের সময় বাচ্চাদেরকে নিয়ে ক্যান্ডি কুড়াতে যাওয়া যাবে কি না?

উত্তরঃ অবশ্যই এই ক্যান্ডি কুড়াতে যাওয়া যাবে না। এবং হ্যালোইনও পালন করা যাবে না। বাচ্চাদেরকে এই কালচার থেকে দূরে রাখতে হবে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে, তাদেরকে ছোটকাল থেকেই এর কুপ্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। আমাদের সন্তানদেরকে হ্যালোইনের ইতিহাস জানাতে হবে। হ্যালোইনের ইতিহাস ইন্টারনেট সার্চ করলেই পাবেন।

প্রশ্নঃ 31st Night / Happy New Year পালন করা যাবে কিনা?

উত্তরঃ একজন মুসলিম হিসাবে আপনি অবশ্যই 31st Night / Happy New Year পালন করতে পারবেন না এবং কাউকে এটা পালন করার জন্য সাহায্যও করতে পারবেন না।

পরামর্শঃ ক্যানাডা - আমেরিকার বিভিন্ন অকেশানে বিশেষ করে খৃষ্টমাসের সময় আপনি আপনার নন-মুসলিম বন্ধু-বান্ধব, কো-ওয়ার্কার ও প্রতিবেশীদেরকে গিফ্‌ট দিতে পারেন। যেমনঃ একটি কুরআনের ট্রান্সলেশন, একটি ইসলামিক ডিভিডি এবং আরো কিছু ইসলামিক বই দিয়ে সুন্দর করে র‍্যাপিং করে প্রেজেন্ট করতে পারেন। ভয়ের কিছু নেই, এটা ক্যানাডিয়ান আইনে এলাউ করে এবং এটা এই দেশে আপনার রিলিজিয়াস রাইটস, আপনার হিউম্যান রাইটস। এখানে কারো কিছু বলার নেই, একজন খৃষ্টানও আপনাকে একটি বাইবেল দিয়ে আপনাকে তাদের ধর্মের দাওয়াত দিতে পারে, উইকেন্ডে আপনার দারজায় এসে নক করে আপনার সাথে কথা বলতে পারে এবং তাদের ধর্মীও বই-পত্র দিতে পারে।

ডাউনটাউনের ডান্ডাস স্কয়ারে আমরা প্রতি উইকেন্ডে পথচারী এবং টুরিস্টদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করে থাকি। নন-মুসলিমদের মাঝে হাজার হাজার কুরআনের ট্রান্সলেশন, ইসলামিক ডিভিডি, ইসলামিক বই এবং বিভিন্ন প্যামফ্লেট বিতরণ করে থাকি। শত মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ, শতশত ভাই-বোন ইসলাম গ্রহণ করছে। আপনিও আমাদের সাথে এই দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

একটি ঘটনা

একটি সত্য ঘটনা। কোন এক ভাই ইস্ট লন্ডন থেকে লিখেছেন, তিনি নিজ স্ত্রী দ্বারা নির্যাতিত। আমরা সাধারণত পত্র-পত্রিকায় দেখে থাকি স্বামী দ্বারা স্ত্রী নির্যাতিত। কিন্তু এই প্রবাসে ঘটনা উল্টো। এখানে অনেক স্বামীরাই তাদের স্ত্রী দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতিত। অনেক স্বামীরাই নীরবে কাঁদেন, কাউকেই কিছু বলতে পারেন না।

যেমন এই ভাই তার প্রবলেমটা তুলে ধরেছেন। তিনি স্ত্রীর sponsorship এ এই দেশে এসেছেন। এখন সারাক্ষণ স্ত্রীর কথায় উঠা-বসা করতে হয়, সারাক্ষণ হুকুমের মধ্যে রাখেন। নিজে চাকুরী করেন কিন্তু বেতনের সব টাকাই স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে হয়। দেশে নিজের বাবা-মার জন্য কোন টাকা পাঠাতে পারেন না কারণ স্ত্রী এটা পছন্দ করেন না।

এই ধরনের ঘটনা আমেরিকা-ক্যানাডায় অনেক। স্ত্রীর sponsorship এ হাজবেন্ড ইমিগ্রান্ট হয়ে এসেছেন এবং এই কারণে অনেক স্ত্রীরাই তার স্বামীর উপর নেগেটিভ প্রভাব খাটাতে চান। আবার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্ত্রী খুব একটা শিক্ষিত না কিন্তু স্বামী উচ্চ শিক্ষিত, স্বামী এখানে বিদেশে আসার জন্য হয়তো এটা করেছেন।

এই সমস্যার সমাধান কোথায়? এখানে কয়েকটা দিক। (১) স্বামী-স্ত্রী দুজনের জেনারেল লেভেল অব এডুকেশন এক নয় অথবা এখানে একটা বড় ধরণের গ্যাপ রয়েছে (২) দুই পারিবারিক স্ট্যাটাসের মধ্যে হয়তো বড় ধরণের গ্যাপ রয়েছে (৩) হয়তো দুজনের বয়সের বড় ধরনের ব্যবধান রয়েছে (৪) ভালবাসা ও বিশ্বাসের অভাব (৫) প্রকৃত ইসলামীক শিক্ষার অভাব রয়েছে।

এখানে শেষের ৫নং পয়েন্টটাই মূল। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী হচ্ছেন পরিবারের মুল গার্ডিয়ান, স্বামীর যদি প্রকৃত ইসলামি জ্ঞান না থাকে তাহলে পুরো পরিবারটাই ধ্বসে পরতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে তাকে পড়াশোনা করে নিজে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তারপর স্ত্রীকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষীত করতে হবে। আর স্ত্রী যদি সত্যিই ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষীত হয়ে যান তাহলে আপনার এই সমস্যা আপনার অজান্তেই সমাধান হয়ে যাবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

নেতৃত্বের প্রতি লোভ?

--- *সারওয়ার কবীর শামীম,*

নেতৃত্বের প্রতি লোভ ঃ এ দোষটি নেই এমন কোন রক্ত-মাংসের মানুষ সম্ভবত পাওয়া যাবেনা। যোগ্যতার বিষয়টি চিন্তা না করে কেবল লোকের দৃষ্টিতে সম্মান বাড়বে মনে করে বেশীর ভাগ লোকই নেতা হতে চায়। অধিকাংশ প্রার্থীই নেতার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকে। কেবল নেতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় অগনিত লোক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বিদেশে বাংলাদেশী সংগঠনগুলিতে এ রোগের যথেষ্ট লক্ষণ রয়েছে। কোথাও কোথাও এ ইস্যুতে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছে। এক পক্ষের হবু নেতার সমর্থক অন্য পক্ষকে ঘায়েল করার হুমকির কারণে পুলিশী হস্তক্ষেপ কোন অবিশ্বাস্য ঘটনা নয়। এ রোগের খেসারত দিতে হচ্ছে পুরো জাতিকে, আক্রান্ত সংগঠনকে, প্রতিষ্ঠানকে। একজন অযোগ্য ব্যক্তি যিনি নেতৃত্বের দায়দায়িত্বের কথা চিন্তা করে এ হতে দূরে থাকেন, তিনি অপর আরেক ব্যক্তি হতে উত্তম যিনি অপেক্ষাকৃত যোগ্য কিন্তু নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে বেখেয়াল। এর কারণ প্রথম ব্যক্তি নিজেকে যোগ্য মনে না করে নেতৃত্বের লোভ হতে দূরে থাকলেও তাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে সে প্রতি মুহূর্তে তটস্থ থাকবে, তার অধিনস্থদের কল্যাণের কথা মাথায় এনে চেষ্টা করতে থাকবে কিভাবে অবস্থার উন্নতি করা যায়। পরে সে নিজেকে ক্রমান্বয়ে এডজাষ্ট করে নেবে ও তার মধ্যে ধীরে ধীরে যোগ্যতার সৃষ্টি হয়ে যাবে।

প্রতিষেধক ঃ যাদের নেতৃত্বের প্রতি উগ্র লোভ আছে, যেসব ব্যক্তি নেতা হওয়ার জন্য বেপরোয়া আচরণ করেন, যারা নেতা হওয়ার জন্য নির্লজ্জ কাজ করতে দ্বিধা করেনা তাদের কোন অবস্থাতেই নেতা নির্বাচন করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে অন্যরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝতে হবে যে এ ধরনের ব্যক্তিরা যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হোকনা কেন তাদের দ্বারা কম্যুনিটির প্রকৃত কোন কল্যাণলাভ সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে যদিও তারা কিছু চমক দেখাতে সক্ষম হবে কিন্তু এর শেষ পরিণতি সর্বদা করুণ ও হতাশাব্যঞ্জক হবে। সংগঠন রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সামাজিক যাই হোক না কেন এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরী। এ সকল সংস্থার মধ্যে প্রশিক্ষণের কথা কখনো শোনা যায়নি। তাদের অন্যান্য কর্মসূচী নিয়ে ব্যস্ত দেখা যায়, এ প্রোগ্রাম সে অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত সংগঠন। সারা বছর কমপক্ষে দুটি নৈতিক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী হাতে নেওয়া উচিত। সেখানে সর্বজন শ্রদ্ধেয় সৎ চরিত্রের অধিকারী কোন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিত্বকে স্পীকার বানিয়ে সংগঠনে পদের অধিকারী সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের মূল বিষয়গুলো হবে মানুষের মৌলিক দুর্বলতা, যেমনঃ গীবত, হিংসা, লোভ, পরচর্চা, পরনিন্দা, লোভ, রিয়া, তর্ক, মিথ্যা, চোগলখোরী, গোয়েন্দাগিরী, সন্দেহ, কটুক্তি ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সবই কুরআনের বিষয়। সমস্ত শিক্ষাই কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে নিতে হবে। যে যত শিক্ষিত হয় তার ঠিক সেই পরিমাণ নৈতিক শক্তি অর্জন করা কল্যাণকর। এর অভাবে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষার কলাকৌশল পশুর গুণাবলী প্রসারে ব্যবহার করে সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে। সে একজন শিক্ষিত পশুতে পরিণত হয়। তার আচরণ, কথাবার্তা, অভিমত, যুক্তি তর্ক ইত্যাদিতে সে ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তাই খুব গভীরভাবে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন, উপরের দোষত্রুটিগুলো আপনার মধ্যে কোনটা কতটুকু আছে এবং নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা কমিয়ে নিয়ে আসুন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চান।

আমাদের সর্বনিম্ন মান

সারা দুনিয়ায় আমরা মুসলিমরা শিক্ষার দিক থেকে সবচাইতে পিছিয়ে আছি। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা দূরে থাক মৌলিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্জনের লক্ষ্যমাত্রাটিও আমরা স্পর্শ করতে পারছিনা। ফলে আমরা আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিকভাবে শোষিত হচ্ছি। আমরা চালাক ও সবকিছুতে ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির দ্বারা খুব সহজে ব্যবহৃত হচ্ছি। আমাদের মনকে খুব সহজে উত্তেজিত করে স্বার্থান্বেষী লোকেরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। সামান্য হেরফেরসহ এ হলো মুসলিমদের সার্বিক অবস্থা। বাংলাদেশী হিসেবে আমাদের চরিত্রে রয়েছে আরো হাস্যকর উপাদান। অতি দুর্বল ও অতি অসহনশীল আমরা, দুনিয়ার যে প্রান্তে গিয়েছি সেখানেই নিজেদেরকে নিজেরা শত্রুতে পরিণত করেছি। আমাদের শিক্ষিত শ্রেণী হতে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক পর্যন্ত সকল পর্যায়ে এ বিষয়ে দুর্নাম অর্জন করেছে। তবে এ অসৎস্বভাব অর্জন ও তার বিকাশে অল্প শিক্ষিতদের চেয়ে বেশী শিক্ষিতরা এগিয়ে আছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ মহান ব্যক্তিরা ঝগড়া, মারামারি, কথা কাটাকাটি, অশ্রাব্য ভাষায় নিজেদের গালাগাল দেয়া ইত্যাদি ঘটিয়েছেন কোন বিজ্ঞ কারণে নয়। নয় কোন ভাবগাম্ভীর্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে। এমনও নয় যে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় বনিবনা হয়নি। অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বিষয়ে এসব উচ্চ শিক্ষিত মহৎ ব্যক্তিগণ ঝগড়া ফাসাদ করে নিজেদের শক্তি অপচয় করছেন, নিজেরদের ক্ষতি নিজেরা করছেন।

ঝগড়ার সবচাইতে কমন সূত্র মসজিদ কমিটি গঠন বা ভাঙ্গন নিয়ে অথবা বাংলাদেশী সোসাইটির নেতৃত্বের কোন্দল বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে। অবস্থা দেখে মনে হয় শয়তান সন্তুষ্টির সাথে এসব ব্যক্তিদের ত্যাগ করেছে এবং শয়তানের সর্বজ্ঞাত এজেন্ডা বিভেদ সৃষ্টির এক নম্বর উপাদানকে দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করার জন্য এসব উচ্চ শিক্ষিত লোকদের দুনিয়ার সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই ইবলিস শয়তানকে এক মুহূর্তের জন্যও প্রশ্রয় দিবেন না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন এই দলাদলির কারণে আপনি নিজে এবং সমাজ কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আপনার একমাত্র লক্ষ্য যদি হয় মহান আল্লাহকে খুশি করা, তাহলে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ সবজান্তা মহন আল্লাহ কিন্তু আমাদের সকলের মনের খবর রাখেন, নিয়তের খবর রাখেন। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে খুশি করার মধ্যে যেন কোন ভেজাল না থাকে। একটা ভাল কাজ করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার অন্যায় করাও যাবে না এবং কোন অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দেয়া যাবে না, কারণ মনে রাখতে হবে যে আপনি এইসকল করছেন কার জন্য? শুধু আল্লাহর জন্য। আর মহান আল্লাহ আখেরাতের ময়দানে কোন প্রকার অজুহাত শুনবেন না, প্রতিটি কাজের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিবেন।

আমি কি আমার সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত?

আপনি কি চান এই পাশ্চাত্যে আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? আপনি কি চান এই প্রতিকূল পরিবেশে আপনার সন্তানের আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি হোক? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ধারণা-১

আপনি যদি মনে করেন যে আপনার সন্তানকে একটা ভাল স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেই আপনি চিন্তা-মুক্ত, এতেই আপনার সন্তান একজন বড় প্রফেশনাল হয়ে যাবে, তাহলে আবার ভাবুন। মনে রাখবেন, এখানে জেনারেল স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে নীতি ও নৈতিকতা শেখানো হয়।

ধারণা-২

অনেকেরই ধারণা যে, সন্তানকে বিকেলে হুজুরের কাছে কায়দা বা কুরআন পড়তে পাঠালেই সব হয়ে গেল, সে ইসলাম শিখে ফেলবে এবং পাক্কা মুসুল্লি হয়ে যাবে। এ ধারণা ভুল। সাধারণত ওখানে কুরআন তেলাওয়াত অর্থাৎ শুদ্ধ করে কুরআন রিডিং পড়তে শিখানো হয় মাত্র। ইসলামিক স্টাডিজ পড়ানো হয় না। তবে কোন কোন জায়গায় কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি কিছু মাসলা-মাসায়েল ও শেখানো হয়।

তাই আপনার সন্তানদেরকে প্রকৃত মুসলিম বানানোর জন্য তার সাধারণ এডুকেশনের পাশাপাশি real life oriented "Islamic Science & Islamic Studies" পড়াতে হবে, যেখানে তার জীবন পরিচালনার জন্য থাকবে সমস্ত শিক্ষা। এই প্রবাসে বসে আপনার সন্তানকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন -- 575 Yonge Street, www.TorontoIslamicCentre.com ইনশাআল্লাহ আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

Tafseer & Hadith, Fundamentals of Tawheed (Aqida - Islamic Creed), Basic principles of Islam, Biography of Prophet Muhammad (Peace be upon him), Life history of other 25 Prophets in the Quran, Who is Jesus? Background history of Christmas, Moses-Jesus-Muhammad.... 3 men one mission, Life history of Sahaba (Companions of Prophet Muhammad), How to pray Salah (Prayer of Muhammad PBUH), Objective of Ramadan and what is Taqwa? Background history of Hajj & what should we learn? Importance of Sadaqa and Zakat, Clear conception of Shirk and Bidah, Duty of children towards parents, What is Sunnah? and what is Hadith ? Learn basic Dua for our daily life, Learn how to Sacrifice, What is our real culture (Islamic way of life), Why Islam & who are Muslim? Terrorism VS Jihad in Islam (Real conception of Jihad), Miracles of the Quran: Modern scientific discoveries, Islamic economics & banking, Who is a Fundamentalist? Human Rights in Islam, Women in Islam: Women between Islam and western society, Gender equity in Islam, Sex & Islam (Importance of marriage), Peace vision of Islam, Music vision of Islam, What is lawful and what is prohibited in Islam, Personal hygiene in Islam, What should be the character of a Muslim, Life after death, Islamic History, Rules of Fiqh, Collective life & brotherhood, Iqamatuddeen (Establishment of Deen), Importance of Dawah & Dawah in the West, Comparative religion.

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients.
You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin (animal)	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard (Pig fat)	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number are generally mentioned on the product. If not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail **এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।**

Please Donate

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম।

আশা করি "দি মেসেজ" এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

"দি মেসেজ" ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com